দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ 13-SEP-2000
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ভর্তি আসন সঙ্কটের ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে শিক্ষার্থীরা

উপদেষ্টা ও সচিবের তথ্যে মিল নেই

রিয়াজ চৌধুরী

সাফল্যের গণবিস্ফোরণের ফলে ভয়াবহ ভর্তি আসন সঙ্কটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে এবারের এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীরা। এ কারণে অনেকটা ম্লান হতে চলেছে শিক্ষার্থীদের পাস করার আনন্দ। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অভিমত, আসন সঙ্কটকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই জটিলতা দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন সঙ্কটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এদিকে গত বুধবার ফল প্রকাশের দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিব সাংবাদিকদের উচ্চ শিক্ষায় আসন সংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তার সাথে বাস্তবে কোন মিল নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টগণ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ ছাড়াও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের অনার্স ভর্তির জন্য পর্যাপ্ত আসন আছে। তার ওপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী বা পাস কোর্সে আসন রয়েছে ৭ লাখ'- এইচএসসি, আলিম ও

পৃঃ ২ কঃ ৬

ভর্তি আসন সঙ্কটের ভয়াবহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এইচএসসি বিএম পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় আসন সঙ্কট বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এমন তথ্য তুলে ধরেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। উপদেষ্টাকে আসনের এই পরিসংখ্যান সরবরাহ করে ঠিক সাথে সাংবাদিক, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের আশ্বস্ত করলেন শিক্ষা সচিবসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। কিন্তু উপদেষ্টাসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের তুলে ধরা এই পরিসংখ্যানকে মনগড়া বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টগণ।

এবছর এইচএসসি, আলিম ও এইচএসসি বিএম/ভোকেশনাল পরীক্ষায় সাফল্যের গণবিস্ফোরণের পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে তীব্র আসন সঙ্কটের কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে জিপিএ-প্রাপ্তসহ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে। অভিভাবকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্বেগ আর হতাশা।

আর তাদের এই উদ্বেগের কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষার স্থান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠানে আসন আছে মাত্র ১৮ থেকে ১৯ হাজার। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন আছে মাত্র ১৪ হাজার। অথচ ৯ বোর্ডে কেবল জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২ হাজার ৪৫ জন শিক্ষার্থী। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, সার্বিক দিক বিবেচনায় নিলে দেশে ডিগ্রী পর্যায়ে সর্বোচ্চ আসন রয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী-বেসরকারী মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ মিলিয়েও আসন রয়েছে মোট ১ লাখ ৭৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার। অথচ জিপিএ- ৩ সর্বনিম্ন ৫ থেকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা রয়েছে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার। অর্থাৎ আসন সঙ্কটের কারণে ভালো ফলাফল করেও অনার্স, মেডিকেল কিংবা অন্য কোনো কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা স্তরে প্রবেশই করতে পারবে না ৭০ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী, দেশে সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স ও ডিগ্রী কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৬৯০টি। এসব প্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ ৬০। অন্যদিকে ৯ বোর্ডে এবার পাস করেছে ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৫৭০ জন শিক্ষার্থী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষা বঞ্চিত হবে ১ লাখ শিক্ষার্থী। এক্ষেত্রে শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, দেশে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা বিদেশে পাড়ি দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহী এবং বিশেষ করে সচ্ছল পরিবারের সন্তানরাই বিদেশ পাড়ি দিতে পারবে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব মতে, ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদে) ১৪ হাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ লাখ ৬০ হাজার, ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ হাজার ৩৩০টি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১ হাজার ৩৯১টি কলেজে ডিগ্রী লেভেলে ১ লাখ ৫০ হাজার, ১৪টি সরকারী মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ২৬০, চল্লিশটি বেসরকারী মেডিকেলে সাড়ে ৪ হাজার এবং লেদার, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরনের স্পেশালাইজড কলেজে আরও প্রায় ১ হাজার আসন রয়েছে।

এদিকে ভর্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে বেশী দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে। কেননা বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মতো মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে আসন মাত্র সাড়ে ২৫ হাজার। যদিও চল্লিশটি বেসরকারী মেডিকেলের সাড়ে ৪ হাজার এবং বিভিন্ন বিআইটি, লেদার টেকনোলজি, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও বেশকিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেড় হাজার আসন রয়েছে। অথচ এবার ৯ বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করেছে ৭২ হাজার ৮৮৩ জন শিক্ষার্থী।